নগর ও গ্রাম-নগরের সংযোগ

(Cities and Rural-Urban Linkages)

নগরগুলিকে বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক যুগের দান বলে মনে করা হয় না। বাস্তবে এর ইতিহাস মানুষের প্রয়োজনীয়তার বিকাশের সঙ্গে যুক্ত। মানব বিকাশের ধারা মানুষকে পশু শিকারের স্তর থেকে পশুপালনের স্তরে নিয়ে আসে, এই স্তরে সে স্থায়ীভাবে বসবাস করত না ঠিকই, তবে তাদের জীবনের স্থায়িত্ব এসেছিল। মানব বিকাশের আর একটি ধারা হল কৃষিব্যবস্থা, যা মানুষকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট স্থানে থাকতে বাধ্য করে। এর ফলে গ্রাম ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। অনেকে নগরের বিকাশের ধারাকে সভ্যতার বিকাশের সাথে যুক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, সভ্যতার উৎপত্তির মতো নগরের উৎপত্তিও অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

নগরের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তাবিদ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। মার্গ্রেট মূলের মতে, নগরের উৎপত্তি ধাতুর যুগে শুরু হয়। যাদের কাছে ধাতুর অস্ত্র ছিল তারা পাথরের অস্ত্রধারী লোকেদের শাসন করত। এই ব্যক্তিগণ নিজেদের শিবির রূপে বিকাশ লাভ করে।

ক্বীন এবং থামস্-এর মতে প্রথমে গ্রামের বিকাশ হয়। কালান্তরে এই গ্রামই নগরে পরিবর্তিত হয়। এই নগর ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যের রাজধাতী হয়ে ওঠে। বিকাশের প্রথম পর্যায়ে এই নগর খুব ছোটো ছিল। মমফোর্ড-এর মতে নগরের বিকাশ গ্রামে থেকেই হয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, আজকাল যে সব নগর দেখা যায় তার মধ্যে বেশিরভাগই পূর্বে গ্রামে ছিল।

চার্লস কূলে নগরের উৎপত্তি সম্পর্কে লিখেছেন যে নগরের জন্ম যাতাযাত ব্যবস্থা ও যোগাযোগের মাধ্যমের বিকাশের ফলেই হয়েছে। যে স্থানে যাতাযাত এবং যোগাযোগের বিকাশের স্থিতি অনুকূল ছিল, সেখানেই বড় নগরের জন্ম হয়েছিল। এই কারণে সমুদ্রের তীরে বড় বড় নগরগুলির পত্তন হয়।

এন্ডরসন-এর মতে নতুন নতুন আবিষ্কার এবং পরিবর্তন নগরের উৎপত্তি ও বিকাশে সাহায্য করেছিল। এই নগর এমন স্থানে বিকশিত হয়েছিল যেখানে অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক সুবিধা বেশি মাত্রায় পাওয়া যেত। গ্রামীণ ক্ষেত্রের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করার প্রক্রিয়া হিসাবে নগরের জন্ম হয়। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে রাজনৈতিক অধিকার স্থাপিত হয়ে যাওয়ার পর শাসকশ্রেণী নিজের বাস্থান এবং সৈনিকদের শিবির ইত্যাদি স্থাপন করতে থাকে। সেই সব স্থানে তারা ব্যবসা-বাণিজ্যকে খুব উৎসাহ দিত। সেখানে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যপরিষেবা, ধর্মীয় স্থল, মন্দির-মসজিদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করারও চেষ্টা করত।

নগরের বিকাশে ধর্মের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। এই সব উপাদান সামগ্রিকভাবে নগরের বিকাশে সাহায্য করে। নগরের বিকাশের ধারাকে নিম্নলিখিত ভাবে ভাগ করা যায়—

প্রাচীন নগর—পুরাতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় অতি প্রাচীন কালেও নগরের অস্তিত্ব ছিল। নীল, টাইগ্রিস, ইউফ্রেটিস, সিন্ধু প্রভৃতি নদীর তীরে যে সব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার থেকে প্রমাণ হয় যে সেই যুগেও নগরের অত্যন্ত বিকশিত রূপ ছিল। নগরের বিকাশে যে সব উপাদানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল জলবায়ু, খাদ্যসামগ্রী, আক্রমণ থেকে রক্ষা, উর্বর জমি ইত্যাদি উপরিউক্ত কারণগুলি ছাড়া আরও তিনটি কারণের উল্লেখ করা যায়, যেমন—

(i) ভূমি এবং জলপ্রাপ্তির উপায়

(ii) শত্রুর থেকে দূরত্ব

(iii) বাণিজ্যের দিক থেকে স্বাধীন ক্ষেত্র।

নগরের বিকাশ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতামত থেকে জানতে পারা যায় যে নগরের উৎপত্তি একটি নিরন্তর প্রক্রিয়া দ্বারা হয়েছে এবং তা আজও অব্যাহত আছে।

শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক নগর– বাস্তবে নগর হল শিল্প বিপ্লবের পরিণাম। শিল্পায়নের ফলে শিল্পের কেন্দ্রীকরণ ও মানুষের সুখ-সুবিধা অপার বৃদ্ধি পায়। এই সুখ-সুবিধার মধ্যে যাতাযাত ব্যবস্থা, যোগাযোগের মাধ্যম, রেল, ডাক ও তার, সুরক্ষা চিকিৎসা এবং শিক্ষা ইত্যাদি প্রধান। এই সব সুবিধাগুলি মিলিত হয়ে নগরের বিকাশ ঘটায়।

গ্রাম এবং নগরের সংযোগ সম্পর্কিত পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া

(Interaction between Village and City)

গ্রাম এবং নগরের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকলেও দুটি জীবন পরস্পরের থেকে পৃথক হয়। এই দুটি জীবনের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান এবং আন্তঃক্রিয়া হতে পারে। এর ফলে দুটি জীবনই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। গ্রাম এবং নগরের পারস্পরিক প্রভাব গ্রামোন্নয়ন, নগরায়ণ, গ্রাম-নগরায়ণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ার জন্ম দিয়েছে। এই প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে গ্রাম ও নগরের বৈশিষ্ট্যসমূহের সম্মিলিত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। শিল্পায়ন এবং আর্থিক-সামাজিক বিকাশ গ্রামের আত্মনির্ভরতাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আজ কাঁচামালের জন্য গ্রামের ওপর নগরগুলির নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিল্পায়ন এবং নগরায়ন গ্রামবাসীদের নগরের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। গ্রামবাসীদেরও নগরীকরণ হচ্ছে। গ্রাম এবং নগরের সম্পর্ক ও আন্তঃক্রিয়ার ফলে

একটি সমন্বয়পূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়, যাতে গ্রাম এবং নগরের বৈশিষ্ট্যসমূহের সহ-উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায়। বড় বড় নগরগুলির চারিদিকে অবস্থিত উপনগরীগুলিতে মিশ্রিত জীবন দেখতে পাওয়া যায়। নগরের লোকেরা নগর থেকে দূরে খোলা পরিবেশে বাংলো তৈরি করে। সেখানে বাগান করে প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করে। এই বাংলোগুলিতে আধুনিক নগরের সব সুবিধাই পাওয়া যায়, যেমন বিদ্যুৎ জলের কল, সোফা, ফ্রিজ, আধুনিক ফার্নিচার ইত্যাদি। এতে বসবাসকারী মানুষজন নগরীয় পেশার ওপরই নির্ভরশীল থাকে। এইভাবে গ্রাম-নগরীকরণ এবং গ্রাম-নগর নৈরত্নর্থের প্রক্রিয়া গ্রাম এবং নগরের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলেই সম্ভব হয়েছে। আজ নগরীকৃত জীবন পুরোপুরি নগরীয় না হয়ে নগরীয় জীবন দ্বারা প্রভাবিত গ্রামীণ জীবনে পরিণত হয়েছে। এই নগরীকৃত জীবন গ্রামগুলিতেও দেখতে পাওয়া যায়। নগরগুলির সমৃদ্ধি এবং অত্যাধিক নগরীকরণের ওপরই গ্রাম-নগরীকরণের বৃদ্ধি না হত তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সমাপ্ত হয়ে যেত। নগরগুলিতে স্থাপিত শিল্প-কারখানায় কর্মরত লোকেদের 'গ্রাম-নগর'-এর বিস্তৃত ক্ষেত্রে বসালে এদের বিস্তৃতি এবং বসবাসের ক্ষেত্র বিশাল আকার নেবে, ফলে কার্যক্ষেত্র ও বাস্থানের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পাবে। এই অবস্থায় নগরের সুবিধাগুলিও লাভ করতে পারবে না। জল, বিদ্যুৎ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সড়ক, প্রশাসন, সিক্ষা, যাতায়াত এবং যোগাযোগের সুবিধাগুলি লাভ করাই কঠিন হয়ে উঠবে ফলে নগরীয় জীবনস্তর গ্রামীণ জীবনস্তরের সমান হয়ে যাবে। এইভাবে গ্রাম্য-নগরীকরণের অধিক বিস্তার সমস্যার সমাধানের পরিবর্তে সমস্যা বৃদ্ধি করবে এবং ভবিষ্যতে এর বৃদ্ধির সম্ভাবনাও সমাপ্ত হয়ে যাবে। গ্রাম্য-নগরীকরণের ফলে নগরীয় সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে, মহানগরীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতি নিজের অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করে এবং মহানগরীয় গ্রাম মহানগরীয় সংস্কৃতির অংশে পরিণত হয়। এই কারণে গ্রাম অপেক্ষা নগরগুলিতে গতিশীলতা বেশি দেখতে পাওয়া যায়। নগরীয় প্রভাবের ফলে গ্রামীণ লোকেরা নগরের ভাষা, মূল্যবোধ এবং জীবনপদ্ধতিকে গ্রহণ করে নেয় এবং গ্রামীণ মূল্যবোধ, রীতিনীতি ও জীবনপদ্ধতিকে ত্যাগ করে দিতে উৎসুক হয়ে ওঠে।

গ্রাম-নগরীকরণ প্রক্রিয়া সব সমাজে সমানভাবে কাজ করে না। বরং এটি ঐ দেশের আর্থিক ও সামাজিক প্রগতি, শিল্পায়ন, যাতায়াত এবং যোগাযোগের মাধ্যম, কৃষির আধুনিকীকরণ ইত্যাদি তথ্যের ওপর নির্ভর করে।

বহু বিদ্বান ব্যক্তি এই বিষয়ের ওপর আলোচনা করেছেন। রীজম্যান লিখেছেন, "গ্রামীণ-নগরীয় জীবনের তথ্য ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তকে সুরক্ষিত থাকে এবং পরীক্ষার সময় প্রকাশ করা হয়।" লেরিসেন ভাষায় এর অন্বেষণ সংক্রান্ত মূল্য রিসার্চের মাধমে কখনও প্রমাণিত হয়নি; হাউসর-এর মতে এই তথ্য জ্ঞানকে বিভ্রান্ত করে।

বাস্তবে গ্রাম এবং নগর মানষ এবং প্রকৃতির মধ্যে ঘটিত আন্তঃক্রিয়ার দুটি স্বরূপ। এই দুটি স্বরূপের পার্থক্য বেশ জোরালো, সুতরাং একথা বলা খুব কঠিন যে কোথায় গ্রামের সীমা শেষ এবং নগরের শুরু হয়। সুবিধাগত দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম ও নগরের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। বাস্তবে এমন ক্ষেত্রও দেখা যায়। যেখানে গ্রামীণ পরিবেশের সাথে সাথে নগরীয় পরিবেশও উপস্থিত আছে। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে এই ধরনের মধ্যস্থিতির ক্ষেত্র এবং দুটির মিশ্রিত ক্ষেত্রের বিকাশ হয়েছে। এই মিলন ক্ষেত্রে গলিকে গ্রাম্য-নগরীকরণ বলা হয়। এই ক্ষেত্রেগুলিতে কেবল গ্রামীণ বা নগরীয় পরিবেশ নয়, এই দুটির মিশ্রিত পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায়।

গ্রাম্য-নগর শব্দের সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন গাল্পিন (Gulpin)। অধ্যাপক ভির্থ এই ধারণায় বিকাশে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভির্থ গ্রামীণ এবং নগরীয় জীবনকে দুটি ভিন্ন প্রকারের জীবনপদ্ধতি বলে মনে করেন। এইভাবে রেডফিল্ড, সোরোকিন, জিম্মরম্যান, পিকর এবং ওয়েবারও গ্রামীণ-নগরীয় পার্থক্যের শ্রেণিভেদ আলোচনা করেছেন।

গ্রামীণ-নগরীয় প্রক্রিয়া একটি আধুনিক প্রক্রিয়া যা যে কোনো গ্রাম বা নগরীয় ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। এটি একটি এমন ঘটনা যা সকল অংশের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে কোনো ঘটনাকেই সম্পূর্ণভাবে গ্রামীণ বা নগরীয় বলা যায় না। সমস্ত গ্রামীণ ঘটনাগুলি একটি প্রক্রিয়া হিসাবে কালান্তরে নগরীয় রূপ ধারণ করে।

গ্রামীণ-নগরীয় প্রক্রিয়াকে মেনে নিয়েছেন এমন বিদ্বান ব্যক্তিগণের মতে গ্রাম ও নগরের পার্থক্য মুখ্যত ভৌগোলিক, জনসংখ্যামূলক এবং আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে ততটা স্পষ্ট নয়, যতটা সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে। সামাজিক ক্রিয়ামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম ও নগরের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামবাসী এবং নগরবাসীগণের পরস্পর আন্তঃক্রিয়ার পরিণামস্বরূপই গ্রামগুলিতে নগরীকরণ এবং নগরগুলিতে গ্রামীকরণের প্রকিয়া বিকশিত হয়েছে। ই দুটি প্রক্রিয়া মিলে একটি সমান্বিত রূপের সৃষ্টি হয়েছে, যাকে গাল্পিন (Gulpin) 'গ্রাম্য-নগরীকরণ (Rurbanization) বলেছেন। এই প্রসঙ্গে অন্য আরেক চিন্তাবিদের বক্তব্য এই নগরের সীমার বাইরে এখটি এমন বিশাল ক্ষেত্র আছে যেখানে গ্রাম্য এবং নগরীয় পরিবার এতটাই মিশ্রিত হয়ে যায় যে তাকে নগরীয় বা গ্রামীণ ক্ষেত্র বলা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এমন মিশ্রিত প্রদেশকে 'গ্রাম-নগর' বলা হয়।

সুতারং গ্রাম্য-নগর ক্ষেত্র কেবল গ্রামবাসীগণ এবং নগরবাসীগণের স্থানীয় সাহচর্যই প্রকাশ করে না, বরং এর চেয়েও অধিক কিছু প্রকট করে। বড় বড় নগরগুলির চারপাসে গ্রাম থাকে, সেখানে গ্রাম ও নগরের বৈশিষ্ট্য একসাথে দেখতে পাওয়া যায়। মুম্বই এবং করলাতার শহরগুলির ব্যক্তি স্পষ্টভাবেই বলে, "আমরা উপনগরে (Suburb) থাকি।" এই নগরতুল্য গ্রামগুলিতে নগরের বৈশিষ্ট্যও দেখা যায়। কোনো মহনগরের বাইরের সীমায় যে ছোট শহরগুলি গড়ে ওঠে, তাকেও উপনগরী বলা হয়, যেমন মুম্বই-এর পাশে অন্ধেরী বা গোরেগাঁও এবং দিল্লির কাছে গাজিয়াবাদ ইত্যাদি। যখন গ্রাম এবং নগর একে অপরের কাছে আসে তখন দুটি সমাজের বৈশিষ্ট্যসমূহ একে অপরের সমাজে প্রবিষ্ট হয়, এই কারণে আমরা কোনো নগরে গ্রামীণ সমাজের অনেক বৈশিষ্ট্যও দেখতে পাই। সময়ান্তরে নগরের নিকটবর্তী গ্রামের জীবন নগরীকৃত হয়ে যায়।

যেখানে গ্রামীণ-নগরীয় অনুবন্ধের প্রশ্ন, সেখানে বলা যায় বর্তমানে যোগাযোগের মাধ্যমগুলির উন্নতির ফলে অনুবন্ধের আরও বিস্তৃত ঘটেছে।

গ্রাম এবং নগরের মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্ক বা অনুবন্ধ পাওয়া যায়। লোকেরা উচ্চশিক্ষা উন্নতির ফলে অনুবন্ধের আরও বিস্তৃতি ঘটেছে।

গ্রাম এবং নগরের মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্ক বা অনুবদ্ধ পাওয়া যায়। লোকেরা উচ্চশিক্ষা লাভ করতে, চাকুরি করতে, কোনো ব্যবসায় নিযুক্ত হতে, কৃষিজ ফসল বিক্রি করতে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু লাভ করার জন্য ছোট শহর বা নগরগুলির ওপর নির্ভর করতে শুরু করেছে। ফলে গ্রাম ও নগরের সম্পর্ক দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের লোকেদেরও কারখানার কাঁচামালের জন্য গ্রামের বাজারের ওপর নির্ভর করে হয়।

সংস্কারমূলক দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রাম এবং নগরের মধ্যে সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। গ্রাম থেকে দূরে ছোট শহর বা নগরগুলিতে এমন দেবী-দেবতার পীঠ বা ধর্মীয় স্থান আছে যেখানে লোকেরা পুণ্য লাভ করার জন্য মাঝে মাঝে যায়। এছাড়া লোকেরা অর্থ উপার্জনের জন্য ও যাতায়াতের সুবিধার কারণে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের মানুষ মৃত ব্যক্তির অস্থি গঙ্গায় দেওয়া জন্য হরিদ্বার যেতেও শুরু করেছে। নগরের লোকেরাও গ্রামের কোনো বিখ্যাত ধর্মীয় স্থানে যাতায়াত করে।

প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রাম ও নগরের মধ্যে নিকট সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। মুখ্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা নগরগুলিতেই অবস্থিত। আদালতের কাজকর্মের জন্য গ্রামের লোকেদের নগরে যেতে হয়। গ্রামে হিসাব রাখার কর্মচারী, গ্রামসেবক, স্কুল অধ্যাপক, ডাক বিভাগ এবং চিকিৎসাকেন্দ্রের কর্মচারীগণ সাধারণত নগর থেকেই আসে। গ্রাম শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত এবং বহু রকম মামলার ব্যাপারে নগরের ওপর নির্ভর করে।

জাতি, যৌথ পরিবার এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও গ্রাম ও নগরের মধ্যে নিকট সম্পর্ক পাওয়া যায়। বি. আর. চৌহান তাঁর আলোচনায় বলেছেন যে নিজের পরম্পরাগত পৃষ্ঠভূমিতেও গ্রামের এবং ছোট শহরের সাথে নানা সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। এই সম্পর্কের অন্তর্গত হল অর্থনৈতি, প্রশাসনিক, ধর্মীয়, আত্মীয়তা এবং জাতি সংগঠনের কাঠামোগত বন্ধন। আধুনিক প্রোপটে গ্রাম ও নগরের সম্পর্কের মাত্রা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ভারতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে। তাই বিধানসভা এবং লোকসভার সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্র অনেকটাই বিস্তৃত হয়েছে, যাতে গ্রাম এবং নগর দুটিই আসে। নগরের লোকেরা জাতির ভিত্তিতে কাছাকাছি গ্রামগুলিতে 'ভোট ব্যাঙ্ক' স্থাপন করার চেষ্টা করে। ফলে গ্রামীণ এবং নগরীয় ক্ষেত্রে জাতীয় সংগঠনগুলি মজবুত হয় এবং পারস্পরিকতা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলির গ্রামে প্রবেশ করার ফলে গ্রাম ও নগরের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে গ্রামের লোকেরাও নিজের দলের অধিবেশনের অংশ নেওয়ার জন্য নগরে চলে আসে। আবার নগরের নেতারাও নিজের কাজের বিস্তারের জন্য সময়ের সময়ে গ্রামীণ ক্ষেত্রে পৌঁছে যায়। এইভাবে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও গ্রাম ও নগরের সম্পর্ক দৃঢ় হয়েছে।

স্পষ্টভাবে বলা যায় যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গ্রাম ও নগরের সম্পর্ক আগের থেকে অনেক দৃঢ় হয়েছে। আজ গ্রামে নগরীয় জীবনশৈলীর কিছু রূপ দেখতে পাওয়া যায়। আরামদায়ক জীবনযাত্রার নানা সুবিধা গ্রামগুলি আজ লাভ করেছে। গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক কাজের খোঁজে নগরে আসে, যা নগরীয় সাংস্কৃতিক তত্ত্বের প্রসারে সাহায্য করে।